কোড অব ভেটেরিনারি ইথিক্স

রেজিষ্টার্ড ভেটেরিনারি প্রাকটিশনারদের জন্য নীতিমালা

ভূমিকা

ভেটেরিনারি পেশায় নিয়োজিত সদস্যদের নির্দেশিকা হিসাবে যে সকল নির্দিষ্ট ও যুক্তিপূর্ণ নীতি প্রণীত হয়েছে তা মেনে চলার মধ্যে পেশার সম্মান ও মর্যাদা নিহিত রয়েছে। এ সকল নীতির উদ্দেশ্য পেশাকৃত আচরণের দৃষ্টান্ত হিসাবে অধিকতর সুদূর প্রসারী। এসব কেবল পেশার সম্মান ও মর্যাদাকে সমুন্নত করে না, বরং প্রয়োজনের সীমাকে ব্যাপক করে তোলে ও সামাজিক মর্যাদাকে মহিমান্বিত করে এবং চর্চিত বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটায়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, পেশার নীতিমালা হলো পেশাজীবিদের ব্যক্তি ও সমষ্টিগত প্রয়াসের ভিত্তি। এ নীতি পালিত না হওয়া লজ্জাকর ও দুঃখজনক। যিনি তা লঘন করেন তিনি এ পেশার অনুপযুক্ত। এ ধরনের আচরণ সাধারণত অনৈতিক বলে গণ্য করা হয়। তাই সব সময় তা পরিহার করা উচিত।

প্রত্যেক দেশ স্বাধীনভাবে নিজস্ব নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। তবে এক দেশের বিধান অন্য দেশে স্বীকৃতি নাও পেতে পারে। সুতরাং আমরা যে অবস্থানে ও কালে আমাদের ঐতিহ্য নিয়ে বসবাস করি, তার সাথে সংগতি রেখে এ দেশে ভেটেরিনারিয়ানদের প্রত্যাশিত পেশাগত আচরণের ভিত্তিতে এ নীতি প্রণীত হয়েছে।

১। সাধারণ আচরণঃ-

ক) কোন ভদ্রলোকের ব্যক্তিগত আচরণ-বৈশিষ্ট্য যেমনটি হয়ে থাকে এ সকল পেশায় নিয়োজিত সদস্যেরও সেরকম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকাটাই প্রত্যাশিত।

খ) এ পেশার সদস্যের নীতিমালা অনুসারে আচরণ প্রদর্শণ করা পবিত্র দায়িত্ব।

গ) এ নীতিমালা ভেটেরিনারি পেশার সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়নি, পেশাগত জীবন অনেক জটিল। একে নির্দিষ্ট বিধান সমূহের আলোকে বিন্যস্ত করা যায় না। কেননা কেবল বিধান তৈরী করে সেবাগ্রহনকারী, সহকর্মী ও ভ্রাতৃপ্রতিম নাগরিকদের প্রতি দায়িত্ব পালন ও নৈতিক আচরণ প্রদর্শণে বাধ্যবাধকতার সীমা বেঁধে দেয়া যায় না।

২। ভেটেরিনারিয়ানদের ব্যক্তিগত আচরণ ও নৈতিক বাধ্যবাধকতাঃ-

ক) একজন ভেটেরিনারিয়ান শিক্ষিত ও দক্ষ পেশার সদস্য। কাজেই একজন সাধারণ নাগরিকের তুলনায় তাঁর আচরণ একটি স্বতন্ত্র নীতিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।

খ) কোন সদস্য এমন কোন পেশাগত ডিগ্রী/ডিপ্লোমা ব্যবহার করবেন না, যার যোগ্য তিনি নন। তিনি এমন কোন প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত ডিগ্রী/ডিপ্লোমা বা উপাধি ব্যবহার করবেন না, যে প্রতিষ্ঠানটিকে একই গোত্রভূক্ত সমকালীন অন্য কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অযোগ্য ঘোষনা করা হয়েছে।

গ) কোন সদস্য এ পেশায় নিয়োজিত অন্য সদস্যের পেশাগত মর্যাদার অবমাননা বা ক্ষতি করবেন না অথবা অযৌক্তিকভাবে তাঁর পেশাবৃত্তির ধরণকে নিন্দা করবেন না অথবা তাঁর প্রতি এমন কোন অপ্রত্যাশিত আচরণ করবেন না, যা এ পেশার লোকের জন্য শোভন নয়।

ঘ) সকল সদস্য তাঁদের সেবা গ্রহনকারীর প্রতি অনুসরনীয় বাধ্য বাধ্যকতার নিয়ন্ত্রক বিধি-বিধান মেনে চলবেন। তাঁর দাপ্তরিক আইন কানুন বিচ্যুতিহীনভাবে পালন করবেন এবং তাঁদের কার্য নিয়ন্ত্রক বিধান সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন। সেবাগ্রহনকারীর সমস্যার প্রতি সঠিক দৃষ্টি দিয়ে ভেটেরিনারি পেশা সম্বন্ধে ভালো ধারণা সৃষ্টি করবেন।

ঙ) সকল সদস্য তাঁর জ্ঞান ও দক্ষতাকে যত্ন সহকারে ব্যবহার করার প্রতি নিবেদিত হবেন এবং এ পেশার প্রতিনিধি হিসাবে কখনো উপদেশ বা চিকিৎসাকে প্রকৃষ্ট কারণ ছাড়া অস্বীকার করবেন না।

৩। পরামর্শঃ-

ক) যখন কোনো সহ-চিকিৎসক অথবা গবেষণাগারে ভেটেরিনারিয়ান বা দাপ্তরিকভাবে নিয়োজিত ভেটেনারিয়ানকে চিকিৎসা কার্যরত কোনো ভেটেরিনারিয়ান পরামর্শের জন্য আমন্ত্রণ জানান, তখন চিকিৎসকের সেবা গ্রহনকারী যাতে সমালোচনা করতে না পারে এমনভাবে সতর্কতার সাথে রোগের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করবেন এবং আলোচনা করবেন।

খ) যখন কোন ভেটেরিনারিয়ানকে তাঁর অনুমোদিত দাপ্তরিক কাজের সময় অন্য ভেটেরিনারিয়ানের এলাকায় চিকিৎসার কাজে সাহায্য করতে হয় এবং যদি তা তাঁর দাপ্তরিক কার্য বহির্ভূত হয় তবে বিনা পারিশ্রমিকে অন্যের বদলে ঐ দায়িত্ব পালন করা বা পরামর্শ দেয়া নীতিবহির্ভূত কাজ হবে।

গ) পরামর্শক ও চিকিৎসা কার্যে নিয়োজিত চিকিৎসক পরস্পর সহযোগিতা প্রদান করে এমনভাবে পরামর্শ দেবেন যাতে পশুচিকিৎসা সম্পর্কে সেবা গ্রহনকারীর আস্থা লাভ সুনিশ্চিত হয়।

ঘ) গবেষণাগারে ভেটেরিনারিয়ানগণ পরামর্শকের ভূমিকায় এমন আচরণ প্রদর্শণ করবেন, যেমনটি প্রাইভেট, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা গণ চিকিৎসার কাজে নিযুক্ত সহ-চিকিৎসকরা করে থাকেন।

ঙ) কোন অবস্থায় একজন পরামর্শক সংশিষ্ট সকলের অনুমতি ছাড়া কোনো সমস্যা বা রোগীর দায়িত্ব গ্রহণের দৃষ্টান্ত রাখবেন না। বিশেষতঃ চিকিৎসা কার্যে নিয়োজিত চিকিৎসকের সাথে সুফলভোগীর অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপার ফয়সালার আগে এরকমটি করা সংগত নয়।

চ) কেউ স্বেচ্ছায় তাঁর পেশাগত বিদ্যা বা সেবা কোনো হাতুড়ে সংগঠন, দল বা ব্যক্তিকে প্রদান করবেন না। এসব ব্যক্তি বা সংগঠন যে নামে পরিচিত হোন বা যেভাবেই সংগঠিত হয়ে থাকুক না কেন, তাদেরকে পশুর রোগ নির্ণয় বা চিকিৎসার ব্যাপারে উৎসাহিত করা নীতিগর্হিত। বাণিজ্যিক স্বার্থে বা অর্থ উপার্জনের স্বার্থে এ ধরনের আচরণ প্রদর্শন বিশেষ ভাবে দোষনীয়। এরূপ কাজ পেশাগত নীতি ও মর্যাদা ক্ষুন্ন করে। এটি পশুর মালিক ও ভেটেরিনারি পেশা-উভয়ের মংগলের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। মানুষের পশু-যত্নের নীতি এতে লঘিত হয়। এর ফলে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি ঘটতে পারে এবং জনস্বাস্থ্য বিপজ্জনক অবস্থায় নিপতিত হতে পারে। অতএব এহেন কাজ সুস্থ নীতির পরিপন্থী।

৪। নিবর্তন/চিকিৎসক বদলঃ-

ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা সদ্য চিকিৎসিত রুগ্ন পশুর মালিক যদি অন্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন, তাহলে আমন্ত্রিত দ্বিতীয় চিকিৎসক কর্তৃক কতিপয় শর্ত পূরণ না হলে চিকিৎসাদানে সম্মত হওয়া উচিত নয়। যেমন (ক) দ্বিতীয় চিকিৎসককে কেবল পরমর্শদাতা বিবেচনা করে ডাকা হয়েছে; (খ)পশুর মালিক প্রথম চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র সহ চিকিৎসার জন্যে দ্বিতীয় চিকিৎসকের কাছে এসেছেন; (গ) প্রথম চিকিৎসককে পাওয়া যাচ্ছে না বা তিনি কর্মস্থল থেকে দূরে আছেন; (ঘ) অথবা এমন প্রমাণ থাকতে হবে যে প্রথম চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসায় বিরত হয়েছেন বা মালিক তাঁকে চিকিৎসা কার্য থেকে অব্যাহিত দিয়েছেন। তিনি যে চিকিৎসা ভার গ্রহণ করেছেন তা দ্বিতীয় চিকিৎসক প্রথম চিকিৎসককে অবহিত করাবেন বলে প্রত্যাশা করাই সংগত। পূর্বের চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র পর্যালোচনা না করে চিকিৎসা কাজে ব্রতী হওয়া সমীচিন নয়। এটা শুধু পেশাগত সৌজন্য ও শালীনতার ব্যাপার নয়, এটা রোগীর স্বার্থেই কেবল নয়, ভেটেরিনারিয়ানদের দৃষ্টিতে রোগের ইতিহাস ও প্রদত্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা বিষয়ে অবগত না হয়ে চিকিৎসায় হাত দেওয়া বিপজ্জনকও বটে।

৫। প্রচারণাঃ-

ভেটেরিনারিয়ান নিজে বা অন্যকে দিয়ে নিজের সম্বন্ধে প্রচার চালানো নীতি পরিপন্থী কাজ। তাই যখন কোনো খামার বা তালুকের মালিকানা বা ব্যবস্থাপনা পরিবর্তিত হয়, সেই খামার বা তালুকভুক্ত পশুদের চিকিৎসা কাজে নিয়োজিত চিকিৎসক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নতুন মালিক বা ব্যবস্থাপকের কাছে উক্ত খামারে তাঁর চিকিৎসা কার্য চালিয়ে যাবার ব্যাপারে স্বেচ্ছায় অনুমতি প্রার্থনা করবেন না।

৬। বিজ্ঞাপনঃ-

রেজিষ্টার্ড ভেটেরিনারিয়ান কর্তৃক সেবাগ্রহনকারীর প্রত্যাশায় বা নাম প্রচারের জন্য পত্রিকায় কোন বিজ্ঞপ্তি দেওয়া উচিত নয়। তবে তিনি ভেটেরিনারি বিষয়ক সাময়িকীতে নিবন্ধ প্রকাশ করতে পারবেন জনপ্রিয় সংবাদ মাধ্যমে লেখা দিতে পারবেন এবং রেডিও, টিভি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। তিনি উপদেষ্টা বা বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিজের পরিচয় দেবেন না। ভেটেরিনারি পেশায় বিশেষজ্ঞ, শল্য চিকিৎসক ইত্যাদি উপাধি ভেটেরিনারি পেশার ক্ষেত্রে সাধারণত গ্রহণযোগ্য নয়।

পেশাগত সুখ্যাতি অর্জনের বৈধ পদ্ধতি হলো কঠোর নৈতিক আচরণ এবং সফল ও দক্ষ চিকিৎসা কাজ সম্পাদন। কাজেই পূর্ব বর্ণিত উপায়ে বা অন্য কোনো উপায়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে পেশাগত খ্যাতি অর্জনের প্রয়াসকে বিজ্ঞাপন প্রদানের সমতুল্য বিবেচনা করা হবে এবং তা অনৈতিক আচরণ হিসাবে গণ্য করা হবে। অবশ্য, নির্দিষ্ট জায়গায় পেশাগত ডিগ্রী বা উপাধি উল্লেখের ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই।

৭। আপত্তিকর বিজ্ঞাপন ঃ-

ক) সহকর্মীর চেয়ে ব্যক্তিগতভাবে অধিক দক্ষ বলে জাহির করা।

খ) রোগারোগ্য স্বতন্ত্র পদ্ধতি ব্যবহারের বিজ্ঞাপন।

গ) প্রদত্ত চিকিৎসা কার্যের জন্য নির্দিষ্ট অংকের অর্থের কথা প্রচার করা।

ঘ) অন্যকে দিয়ে নিজের প্রচারের জন্য রোগ বিবরণ পরিবেশন করা।

ঙ) হাসপাতাল, অফিস ঘরে ব্যবহৃত জিনিস পত্রে এবং বিশেষ সার্ভিসে বিজ্ঞাপন দেওয়া।

চ) নগরে, বাণিজ্যিক টেলিফোনে ও বহুল প্রচারিত ডাইরেকটরীতে বা ওয়েব সাইটে বিজ্ঞাপিত করা।

ছ) ডাইরেকটরীতে কোনো রোগের বিশেষজ্ঞ অথবা পশু চিকিৎসার বিশেষ সার্ভিসে দক্ষতার ব্যাপারে বিজ্ঞাপন প্রদান করা।

৮। স্থানীয় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন প্রদানঃ-

খবরের কাগজে কেবল নাম, উপাধি সাক্ষাতের সময় ও টেলিফোন নাম্বার বিজ্ঞাপিত করা যাবে। সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ও এদের প্রতিরোধ বা চিকিৎসা ব্যবস্থা বিষয়ক নিবন্ধ প্রকাশকে উৎসাহ দেওয়া যায় যদি লেখকের উদ্দেশ্যে সৎ হয়ে থাকে। এ ধরনের নিবন্ধে লেখকের লক্ষ্য হবে, মালিকদের পশুসম্পদকে রক্ষা করা, নিজের লাভালাভ নয়। সুলিখিত এ ধরণের নিবন্ধ ভেটেরিনারি পেশার মর্যাদা ও ব্যবহারোপযোগিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। অথচ এবিষয়ে পয়সার বিনিময়ে দেয়া বিজ্ঞাপন ক্ষতিকর। কাজেই তা এ নীতিমালার পরিপন্থী।

৯। ডাক যোগে বিজ্ঞাপনঃ-

কতিপয় রোগ-প্রতিরোধক ব্যবস্থার ব্যাপারে (টিকা প্রদান/পরজীবি চিকিৎসা ইত্যাদি) সেবাগ্রহনকারীর স্মরণ করিয়ে দিয়ে ডাকযোগে কার্ড বা সার্কুলার পাঠানো সন্দেহের সৃষ্টি করে। একে আপত্তিকর বিজ্ঞাপন হিসাবে গণ্য করা উচিত। পেশাগত মর্যাদা বিসর্জন না দিয়ে বিশেষ জরুরী অবস্থায় বা ভয়ংকর পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত চিঠি প্রদান, টেলিফোনে যোগাযোগ ইত্যাদি করা যেতে পারে।

১০। ব্যক্তিগত পরিচয় পত্র ও চিঠির প্যাডে বিজ্ঞাপনঃ-

ক) এ পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তির চিঠির প্যাডের ভাষা হবে বিনম্র। এতে কেবল নাম, উপাধি, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর ও সাক্ষাতের সময় উল্লেখ থাকবে।

খ) ভেটেরিনারি চিকিৎসার আখ্যা সাম্প্রতিককালে যেরূপ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় তা মনে রেখে একজন ভেটেরিনারিয়ান তাঁর পরিচয় পত্র ও চিঠির প্যাডে কেবল ক্ষুদ্রপ্রাণী বা হাঁস-মুরগীর চিকিৎসা করেন বলে ঘোষণা দিতে পারেন। তবে পরিচয়পত্রে ও তিনি ভেটেরিনারি পেশার রেজিস্ট্রেশন উল্লেখ করবেন। এর উদ্দেশ্যে হলো, রেজিষ্টার্ড ভেটেরিনারিয়ানদের সদস্য পদ লাভের অযোগ্য অনিয়মিত চিকিৎসক দলের সাথে পার্থক্য বজায় রাখা।

গ) অফিস, হাসপাতাল বা চিকিৎসা স্থল পরিবর্তনের খবর চিঠি বা পরিচয়পত্র ডাকযোগে প্রেরণ অনুমোদন করা যায়। তবে একে দৃষ্টান্ত হিসাবে অযুহাত দেখিয়ে নীতি বিরুদ্ধ কাজ সমর্থন করা যাবে না।

১১। বিজ্ঞাপন সাইন বোর্ডঃ-

১) চিকিৎসা লাভে আগ্রহী ব্যক্তিরা যাতে ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার কার্যস্থল বিনা কষ্টে সনাক্ত করতে পারেন, সে দিকে চিকিৎসকরা লক্ষ্য রাখবেন। এটি যেন আকর্ষণীয় করে বাণিজ্যিক সাইন বোর্ডের আকারে গ্রাহকদের আকৃষ্ট করার জন্য তৈরী করা হয়েছে বলে বুঝা না যায়। সাক্ষাৎকারের সময়, প্রয়োজনে চিকিৎসকের টেলিফোন নম্বর বা ক্লিনিক বন্ধ থাকলে চিকিৎসা বিষয়ক পরামর্শ বা সাহায্য কিভাবে পাওয়া যাবে ইত্যাদি সাইন বোর্ডে উল্লেখ করা যাবে। এ ছাড়া অন্য কোনো কিছু সাইন বোর্ডে বিজ্ঞাপিত করা যাবে না। সাইন বোর্ডের আকার হবে পরিমিত যাতে কেবল জনগণের সুবিধার্থে তা বিজ্ঞাপিত হয়েছে বুঝা যায়। এটি গ্রাহকদের জন্য আকর্ষণীয় করে সাইন বোর্ডের আকারে তৈরী করা যাবে না।

২) নাম ফলকের বিজ্ঞাপনঃ -পেশা স্থলের ভবনে অথবা এর কাছে সুবিধা মতো স্থানে একটি নাম ফলক ব্যবহার করা যাবে। এতে নিম্নবর্ণিত বিষয় থাকতে পারে ঃ-

(ক) ভেটেরিনারিয়ানের নাম, যৌথ প্র্যাকটিস সহচিকিৎসকের নামও থাকতে পারে।

(খ) বাংলাদেশ ভেটেরিনারি রেজিস্ট্রেশন খাতায় ভেটেরিনারিয়ানের যোগ্যতা বিষয়ে যা উল্লেখ আছে তা নাম ফলকে ব্যবহার করা যাবে।

(গ) নাম ফলক ৩৬"×৩৬" সুন্দর নকশায় করতে হবে যা পেশার প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

১২। ঠিকানা পরিবর্তনঃ-

স্থানীয় খবরের কাগজে সংক্ষেপে ঠিকানা পরিবর্তনের সংবাদ পরিবেশন করা যেতে পারে। সম্মানীত সেবাগ্রহনকারীর অবগতির জন্য বন্ধ খামে ঠিকানা পরিবর্তনের সংবাদ পরিবেশন করা যাবে। যে কোনো ঠিকানা পরিবর্তনের বিষয় বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলকে অবশ্যই অবহিত করতে হবে।

১৩। জরুরী চিকিৎসা ব্যবস্থা ঃ-

(ক) সহযোগী চিকিৎসকের অনুপস্থিতিতে জরুরী অবস্থায় কাউকে আমন্ত্রণ জানালে, তার উচিত হবে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা এবং সহ-চিকিৎসক ফিরে এলে তাঁর কাছে চিকিৎসার ভার প্রত্যার্পণ করা।

(খ) চিকিৎসাধীন রোগীতে জরুরী আমন্ত্রণ পেলে, অহেতুক দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে পূর্বে প্রদত্ত চিকিৎসা ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন সাধন অনৈতিক কাজ।

১৪। প্রশংসাপত্রঃ-

মালিকানা অথবা প্যাটেন্ট দ্রব্যাদি, ঔষধ বা পশু খাদ্য বিক্রির স্বার্থে ভেটেরিনারিয়ান কর্তৃক প্রশংসাপত্র প্রদান পেশা বহির্ভূত কাজ। তবে এ ক্ষেত্রে সরকার স্বীকৃত গবেষনাগার থেকে মূল্যায়নের কার্যকারিতা বিষয়ক সনদপত্র দেয়া যেতে পারে।

১৫। গ্যারান্টিসহ রোগারোগ্যঃ-

আরোগ্যের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেয়া অনৈতিক কাজ। রোগ চিকিৎসায় বা রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সন্দেহ উদ্রেককারী দৃষ্টি আকর্ষণ মূলক পদ্ধতি অবলম্বন অথবা অধিক জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনের জন্য অহংকার করার প্রবনতা পরিত্যাজ্য।

১৬। প্রতারণাঃ-

(ক) ভেটেরিনারিয়ানদের উপর যে সকল দাপ্তরিক বিধি-বিধান বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে সে সকল বিধান ভংগ করে অসর্তকতার দায়ে জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ে ভুয়া প্রশাংসাপত্র জারী করা পেশাগত সততার পরিপন্থী।

(খ) যখন ক্রেতা পশুটির সুস্থতা নিরুপণের জন্য চিকিৎসকের সাহায্য নেন, তখন বিক্রেতা থেকে কোনো ফী গ্রহন অনৈতিক কাজ। এ ধরনের ফী গ্রহণ প্রথম দৃষ্টিতে প্রতারণার প্রমান দেয় এবং অন্য দিকে বিক্রয়ের জন্য আনীত পশুটিকে অনৈতিকভাবে অসুস্থ বলার শামিল। এ ক্ষেত্রে ভেটেরিনারিয়ানের ভূমিকা হলো একজন সৎ রেফারীর।

১৭। অবৈধ চিকিৎসা কার্যঃ-

(ক) অবৈধ চিকিৎসা কার্যকে সাহায্য করা এ পেশার পরিপন্থী কাজ।

(খ) পশুচিকিৎসা নিয়ন্ত্রক আইন কানুন ভংগ করে কোথাও অবৈধ চিকিৎসা ব্যবসা চালিয়ে যাওয়াকে এ পেশার কোন সদস্য উৎসাহিত করবেন না বা একে সাহায্য দেবেন না।

(গ) এ পেশার সদস্যদের দায়িত্ব হলো, এ ধরনের অবৈধ চিকিৎসা ব্যবসা সম্বন্ধে যথাযথ কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল বা বাংলাদেশ ভেটেরিনারি এ্যাসোসিয়েশনকে অবহিত করা।

(ঘ) ভেটেরিনারি সার্জন বা ভেটেরিনারিয়ান তাঁর প্রকাশিত নিবন্ধের পুরো বা আংশিক জনসাধারণের ক্রয় যোগ্য মালামালের বিক্রয় বা বিজ্ঞাপনের কাজে পুনর্মুদ্রন করতে পারবেন না। অবশ্য তিনি জ্ঞান বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদক বা বিতরণকারীর কাছে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে পারবেন।

১৮। ভেটেরিনারিয়ানদের বাধ্যবাধকতা ও বৈধ কাজকর্মঃ-

ভেটেরিনারিয়ানকে প্রথমে একজন সুনাগরিক হতে হবে এবং দেশের কল্যাণের জন্য অগ্রগতি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে হবে। তিনি এমন কোন কাজ করবেন না যা তাঁর পেশাকে হেয় প্রতিপন্ন করে তাঁর উপর প্রতিকুল প্রভাব সৃষ্টি করে। তিনি বিশ্বস্ততার সাথে ভেটেরিনারি পেশার স্বার্থ, সম্মান ও মর্যাদাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

১৯। ফিঃ-

প্রাণী চিকিৎসার জন্য যে ফি দাবী করা হবে তা কাউন্সিল কর্তৃক প্রতি ৪ বছর অন্তর নির্ধারণ করে দেয়া হবে। যা সরকারী ভেটেরিনারিয়ানদের ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধান/সরকারের/ কাউন্সিলের দ্বারা সময় সময় জারীকৃত গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অনুসৃত হবে। অবশ্য, পরামর্শকের ফী প্রদান কাউন্সিল কর্তৃক জারিকৃত ফি সিডিউলের আওতাধীন হবে।

২০। ঝগড়াবিবাদঃ-

ভেটেরিনারিয়ানদের মধ্যে বিবাদ খুবই অবাঞ্ছিত। সম্ভব হলে এ পেশার সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে তা মিটিয়ে ফেলা উচিত। প্রয়োজনে ভেটেরিনারি কাউন্সিলের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

২১। উপাধি ব্যবহারঃ-

একজন ভেটেরিনারিয়ান ভেটেরিনারিয়ানদের রেজিষ্ট্রেশন খাতায় তাঁর যে উপাধি অন্তর্ভূক্ত নয়, সে উপাধি তার পেশার স্বার্থে ব্যবহার করবেন না। বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের আইন ১৯৮৬ এর ১৮ ধারা অনুযায়ী সরকারী গেজেটে প্রতি চার বছর অন্তর রেজিষ্টার্ড ভেটেরিনারিয়ানদের নাম, ঠিকানা অনুমোদিত যোগ্যতার বিবরণ প্রকাশিত হয়।

২২। ভেটেরিনারিয়ান কর্তৃক সনদপত্রঃ-

(ক) প্রত্যয়ন পত্র কতিপয় ক্ষেত্রে ভেটেরিনারিয়ানকে অনুরোধক্রমে বা বাধ্য হয়ে প্রশাসনিক বা আদালতে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তাঁর পেশাগত ক্ষমতার আওতায়, তাঁর স্বাক্ষরিত প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করতে হয়। এ ধরনের প্রত্যয়ন পত্র প্রদান কালে পশুটিকে সনাক্ত করার উপযোগী সব ধরনের তথ্য প্রত্যয়ন পত্রে উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।

খ) অসত্য, বিভ্রান্তিকর অথবা অযথার্থ অথবা ব্যক্তিগতভাবে সরেজমিনে যাচাই না করে কোনো প্রত্যয়ন-পত্রে স্বাক্ষরদান সংশ্লিষ্ট ভেটেরিনারিয়ান পেশা পরিপন্থী আচরণ হিসাবে বিবেচিত হবে। স্মরণ থাকা উচিত যে, অসম্পূর্ণ, অযথার্থভাবে তথ্যে পরিপূর্ণ প্রত্যয়ন পত্র বিভ্রান্তিকর। রপ্তানীর সাথে সম্পর্কিত অসম্পূর্ণ প্রত্যয়ন-পত্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং এ পেশার প্রত্যেক সদস্যকে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে যে, অসর্তকতাপূর্ণ বা অবজ্ঞাপূর্ণ প্রত্যয়নপত্র শুধু তাঁর পেশার খ্যাতির জন্য ক্ষতিকর নয়, সামগ্রিকভাবে তা ভেটেরিনারিয়ানদের প্রদত্ত প্রত্যয়ন-পত্রের বিশ্বাসযোগ্যতাকে মারাত্মক ভাবে ক্ষতি করে।

২৩। পেশাগত গোপনীয়তাঃ-

ভেটেরিনারিয়ান তাঁর চিকিৎসাধীন রোগী সম্বন্ধে সংগৃহীত যে কোনো তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করবেন এবং তা একমাত্র মালিকেই জানাতে পারবেন। প্রয়োজন হলে মালিকের অনুমতিক্রমে সে সব তথ্য অন্যকে জানাতে পারেন। অবশ্য, পশুরোগ বিধি, অথবা অন্যান্য বিধি বা বিধান অনুসারে অথবা জনস্বার্থে অথবা অন্যান্য পশুদের বিলুপ্তি থেকে রক্ষার্থে বিষয়টি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই।

২৪। প্রমাণ সমূহঃ-

পেশাগত কারণে ভেটেরিনারিয়ানকে আদালতে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আহবান জানান হলে, চিকিৎসক সুবিচারের দিকে লক্ষ্য রেখে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করবেন। কোনো পার্টি যদি চিকিৎসককে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানায়, তখন চিকিৎসক পেশাজীবি হিসাবে আদালতকে সাহায্য করবেন।

২৫। বাংলাদেশ ভেটেরিনারি প্রাকটিশনার্স এ্যাক্ট নং-১/১৯৮৬ঃ-

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি প্রাকটিশনার্স এক্ট নং-১/১৯৮৬ এর অধীনে রেজিষ্টার্ড প্রত্যেক ভেটেরিনারিয়ানের দায়িত্ব হলো, এ বিধি ভংগের কোনো দৃষ্টান্ত যদি তাঁর নজরে আসে, তবে তিনি যেন তা ভেটেরিনারি কাউন্সিলের জ্ঞাতার্থে পরিবেশন করেন।

২৬। প্রত্যেক রেজিষ্টার্ড ভেটেরিনারি প্রাকটিশনারঃ-

(ক) এ নীতিমালা মেনে চলবেন।

(খ) সততা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সাথে তাদের এ নৈতিক দায়িত্ব পালন করবেন।

২৭। দন্ডের ভিত্তিঃ-

কাউন্সিলের মতে যদি কোন রেজিষ্টার্ড ভেটেরিনারি প্রাকটিশনার ঃ

(ক) অসদাচরনের দায়ে দোষী হন।

(খ) অদক্ষ হন অথবা দক্ষতা হারিয়ে ফেলেন।

(গ) দূর্নীতি পরায়ন বা যুক্তি সংগত ভাবে দূনীতি পরায়ন বলে বিবেচিত হন।

(ঘ) উপরোক্ত নীতিমালা মেনে চলছেন না বলে প্রমানিত হন।

(ঙ) ভেটেরিনারি কোড অব ইথিক্স ভঙ্গের দায়ে দোষী হন।

২৮। দন্ড সমূহ ঃ-

এই প্রবিধানের অধীন নিরূপ দন্ড সমূহ আরোপ যোগ্য হবে।

(ক) লঘু দন্ড-

(i) তিরস্কার।

(ii) নিদির্ষ্ট মেয়াদের জন্য ভেটেরিনারি প্রাকটিস স্থগিত।

(খ) গুরু দন্ড-

(i) রেজিষ্ট্রেশন বাতিল।

২৯। তদন্ত প্রদ্ধতিঃ-

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক গঠিত কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট শৃখলা কমিটির সুপারিশ অনুসারে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স এ্যাক্ট-১৯৮৬-র ২২ ধারার বিধান মতে তদন্ত অনুষ্ঠানের পর উপরোক্ত দন্ড আরোপ করা হবে।

কাউন্সিলের আদেশক্রমে
রেজিষ্ট্রার
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল,
ঢাকা।